রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০১১.১৬.৪৭—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন, **"আয়ুর্বেদিক কারখানা"** শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিল 'ক' ও 'খ' তে বর্ণিত নিম্নতম মজুরীর হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে,যথাক্রমে,উক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরী হার হিসাবে ঘোষণা করিল যথা:—

তফসিল 'ক'

শ্রমিকগণের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্র: নং	শ্রমিক শ্রেণি বিভাগ ও পদবিন্যাস	মাসিক মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	**<u>উচ্চতর দক্ষ-১:</u>** ১।প্যাকার ইনচার্জ ২। ফ্যাক্টরী সুপারভাইজার ৩। ওয়ার্কার সুপারভাইজার	১১৫০০/-	৫৭৫০/-	১৫০০/-	৫০০/	১৯২৫০/-

মূল্য : টাকা ৮·০০

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২।	**দক্ষ-১ :** ১। মেশিন মিস্ত্রি ২। ইলেকট্রিক ইনচার্জ ৩। চূর্ণ মেশিন মিস্ত্রি ৪। মেশিন অপারেটর/সহকারী সুপারভাইজার ৫। সিনিয়র ইলিকট্রিশিয়ান/ সহকারী ওয়ার্কার সুপারভাইজার	১০০০০/-	৫০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৭০০০/-
৩।	**দক্ষ-২ :** ১। পার্শেল প্যাকার ২। বড়ি তৈয়ারকারী ৩। তৈল জ্বাল দেনেওয়ালা ৪। অবলেহ জ্বাল দেনেওয়ালা ৫। অরিস্ট জ্বাল দেনেওয়ালা ৬। ঔষধ ফিলটারকারী ৭। দশন চূর্ণ প্রস্তুতকারী ৮। সহকারী মেশিন অপারেটর ৯। সিনিয়র ওয়ার্কার/ সিনিয়র প্যাকার ১০। ইলিকট্রিশিয়ান	৮৪০০/-	৪২০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৪৬০০/-
৪।	**আধা-দক্ষ-১ :** ১। মেশিন হেলপার ২। সহকারী প্যাকার ৩। বটলার্স ৪। চূর্ণ মেশিন সহকারী ৫। অরিস্ট ফিলটারকারী ৬। সহকারী মেশিনম্যান ৭। ইলিকট্রিশিয়ান।	৭৪০০/-	৩৭০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৩১০০/-

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫।	**আধা-দক্ষ-২ :** ১। জুনিয়র প্যাকার ২। প্যাকার/ওয়ার্কার/হেলপার ৩। ক্লিনার/সুইপার	৬৮০০/-	৩৪০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১২২০০/-
৬।	**অদক্ষ:** ১। ট্রাক হেলপার ২। শিশি/ বোতল ক্লিনার ৩। সাধারণ শ্রমিক ৪। প্যাকার/ওয়ার্কার/ক্লিনার/ হেলপার/সুইপার	৬০০০/-	৩০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১১০০০/-
৭।	**শিক্ষানবিশ শ্রমিক :**	(ক) শিক্ষানবিশীকাল ৩ (তিন) মাস। তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশীকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশীকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়। (খ) শিক্ষানবিশীকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে =৮০০০/- (আট হাজার) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (গ) শিক্ষানবিশীকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

তফসিল 'খ'

কর্মচারীগণের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্রঃ নং	কর্মচারী শ্রেণি বিভাগ ও পদবিন্যাস	মাসিক মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	**গ্রেড-১ :** ১। অফিস ইনচার্জ ২। কেমিস্ট ৩। কবিরাজ ৪। হিসাবরক্ষক ৫। সুপারভাইজার ৬। উচ্চমান সহকারী/এম. আর ৭। সহকারী কেমিস্ট/ডিপ্লোমা চিকিৎসক ৮। উচ্চমান হিসাব সহকারী/ কম্পিউটার অপারেটর	১২৫০০/-	৬২৫০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২০৭৫০/-
২।	**গ্রেড-২ :** ১। পার্সেল ইনচার্জ ২। ক্যাশিয়ার ৩। শাখা ইনচার্জ ৪। স্টোর কিপার ৫। সহকারী কবিরাজ ৬। সহকারী হিসাবরক্ষক ৭। সহকারী কেমিস্ট ৮। তৈলঘর ইনচার্জ ৯। বটিঘর ইনচার্জ ১০। স্টোর হিসাব সহকারী/হিসাব সহকারী	১০৮০০/-	৫৪০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৮২০০/-
৩।	**গ্রেড-৩ :** ১। ড্রাইভার ২। টাইপিস্ট ৩। নিম্নমান সহকারী	৯০০০/-	৪৫০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৫৫০০/-

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪।	**গ্রেড-৪ :** ১। সহকারী স্টোর কিপার ২। সহকারী সেকশন সুপারভাইজার	৮০০০/-	৪০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৪০০০/-
৫।	**গ্রেড-৫ :** ১। সহকারী টাইপিস্ট/সহকারী কম্পিউটার অপারেটর ২। সহকারী ড্রাইভার ৩। হেলপার	৭২০০/-	৩৬০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১২৮০০/-
৬।	**গ্রেড-৬ :** ১। পিয়ন ২। দারোয়ান	৬২০০/-	৩১০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১১৩০০/-
৭।	**শিক্ষানবিশ কর্মচারী :**	(ক) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে =৮২০০/- (আট হাজার দুইশত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (খ) শিক্ষানবিশিকাল ০৬ (ছয়) মাস। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

শর্তাবলি:

১। তফসিল 'ক' ও 'খ' উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার 'আয়ুর্বেদিক কারখানা' শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। এই তফসিলে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে, উহা যথাযথ শ্রেণিতে/গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। উক্ত শিল্প সেক্টরের তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরি কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। এই প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরি রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরি স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল 'ক' ও 'খ' এ উল্লিখিত মজুরি মাসিক নিম্নতম মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করা যাইবে না। তবে উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা অধিকহারে মজুরি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক অথবা শ্রমিকগণকে অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উক্ত শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী 'শ্রমিক' বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে, সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কোনোক্রমেই কম মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত (৭) এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের কোনো মালিক যদি শ্রমিককে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরির হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক ও কর্মচারীগণ কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(১০), ধারা ১০৮ এবং ধারা ৩৩৬ এর বিধান মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

১১। আয়ুর্বেদিক কারখানা শিল্প সেক্টরের অনুরূপ পদে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীগণের ন্যায় **হারবাল ও ইউনানী** কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্যও এই মজুরি হার প্রযোজ্য হইবে।

১২। উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি সমন্বয় করিয়া ০১(এক) বৎসর কর্মরত থাকার পর শ্রমিকগণের মূল মজুরির ৫% হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় মূল মজুরির ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যাখ্যা: যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরি ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা হয়; তবে এক বৎসর কর্মরত থাকার পর তাহার বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরি ৬৩০০/-(ছয় হাজার তিনশত) টাকা নির্ধারিত হইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ মূল মজুরি ৬৩০০/-(ছয় হাজার তিনশত) টাকার ৫% বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬১৫/-(ছয় হাজার ছয়শত পনেরো) টাকা নির্ধারিত হইবে।

১৩। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুযায়ী ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১৪। এই প্রজ্ঞাপনের কোনো অংশ প্রচলিত বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে সেই অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন

উপসচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd